আমঝুপিতে ইয়ুথ গ্রুপের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি

“তরুণরাই পারে সমাজ বদলাতে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের আমঝুপিতে অনুষ্ঠিত হলো ইয়ুথ গ্রুপ ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি।

শনিবার (১৯ জুলাই) বিকাল ৩টায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের আয়োজনে মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যালয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

কর্মসূচির উদ্বোধনী বক্তব্য দেন মউক এর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।
তিনি বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনে তরুণদের দায়িত্বশীল ও সচেতন করে গড়ে তোলাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

এসময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং ওয়াচ গ্রুপের নেতৃবৃন্দ।

কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল দলভিত্তিক কার্যক্রম। এতে অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ এলাকার বিভিন্ন সমস্যা যেমন বাল্যবিবাহ, মাদকাসক্তি, শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ, বেকারত্ব ইত্যাদি চিহ্নিত করে, সেগুলোর বাস্তবসম্মত সমাধান প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এসব পরিকল্পনায় তরুণদের নিজস্ব নেতৃত্ব বিকাশ ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমাপনী বক্তব্যে মউক এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা বলেন, তরুণরা যেন কেবল দর্শক না থেকে সমাজের সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠে, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

গাংনীতে বিএনপির লাঠি মিছিল ও

বিক্ষোভ সমাবেশ

গোপালগঞ্জের ঘটনায় আওয়ামী লীগের একটি ফেসবুক পেজে হরতালের ডাক দেওয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির দুটি পৃথক গ্রুপের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার ও হাসপাতাল বাজারে এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার এলাকায় গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশে রূপ নেয়।
সাবেক যুবদল নেতা সাজেদুর রহমান বুলবুলের সঞ্চালনায় সেখানে বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

অন্যদিকে, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে একটি লাঠি মিছিল বের করা হয়।
গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকায় গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে পরিণত হয়।

এতে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন। এসময় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ৬ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরের তিনটি থানা পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ (নিষিদ্ধ ঘোষিত) ও যুবলীগের ছয়জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

শনিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে।
এর মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ ৪ জন, মুজিবনগর ও সদর থানা পুলিশ একজন করে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, একই ইউনিয়নের ওয়ার্ড কৃষকলীগের সভাপতি আল মামুন, রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আসাদুল হক, আওয়ামী লীগ নেতা আবুল বাশার, মেহেরপুর শহরের আওয়ামী লীগ নেতা অঙ্কুর হোসেন এবং মুজিবনগরের মোনাখালি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আবু সাঈদ।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা রয়েছে।
আজ রবিবার দুপুরে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কাগজে-কলমে কলেজ, বাস্তবে ফাঁকা মাঠ

মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত ‘মেহেরপুর টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট’ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ধরে কাগজে-কলমে পরিচালিত হলেও বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটিতে নেই কোনো শিক্ষার্থী, নেই কোনো শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম।

অথচ শিক্ষা অফিসের তালিকায় প্রতি বছরই এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ থেকে ১৫ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চলতি বছরও জেলা শিক্ষা অফিসের তথ্যে প্রতিষ্ঠানটি থেকে ১০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে বলে উল্লেখ রয়েছে। মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে তারা পরীক্ষা দিচ্ছে। ওই কেন্দ্রের পরীক্ষা কমিটির সদস্য মো. জাহিদুল আলম জানান, কেউই প্রবেশপত্র সংগ্রহ করেনি, এমনকি কেউ পরীক্ষায়ও অংশ নেয়নি।

অভিযোগ রয়েছে, ২০০৫ সাল থেকেই নিয়মিতভাবে ভুয়া পরীক্ষার্থী দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্তির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ রায়হান মুজিবের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি দাবি করেন কলেজেই অবস্থান করছেন। আমরাও কলেজে জানালে তিনি দুখ প্রকাশ করেন। পরে তিনি স্বীকার করেন বর্তমানে কেবলমাত্র কাগজে-কলমে ২৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে এবং এবছর ১০ জন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

অভিযোগ অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০৪ সালে রাজনৈতিক প্রভাবেই প্রতিষ্ঠা পায় এই কলেজ। তবে এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীরা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানমুখো হওয়া বন্ধ করে দেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ভবনটি স্থানীয়দের কাছে কার্যত গুদামঘরে পরিণত হয়েছে। মাঠে কাজ করতে যাওয়া শ্রমজীবী বজলুর রহমান প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে পতাকা এনে কলেজে উত্তোলন করেন এবং কাজ শেষে আবার পতাকা নিয়ে বাড়ি ফেরেন। এজন্য তাকে মাস শেষে কিছু হাতখরচ দেয়া হয়। বজলুর রহমানও বিষয়টি স্বীকার করেন। প্রতিষ্ঠানটির বারান্দা ব্যবহৃত হচ্ছে কৃষিপণ্যের অস্থায়ী সংরক্ষণাগার হিসেবে। অথচ কাগজে-কলমে এখনো সেখানে কর্মরত রয়েছে ৫ জন শিক্ষক ও ৬ জন কর্মচারী।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. হযরত আলী বলেন, “বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন এখনো বাতিল হয়নি। ফলে এটি অফিসিয়ালি বন্ধ হিসেবে তালিকাভুক্ত নয়। তবে বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটির কোনো কার্যক্রম নেই, বিষয়টি আমরা অবগত।” তবে তিনি স্বীকার করেন এবারও এইচএসসি পরীক্ষায় ওই প্রতিষ্ঠানের ১০ জন অংশ নেয়ার তালিকা দিয়েছেন জেলা প্রশাসন।

আমঝুপিতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ত্রৈমাসিক সভা

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (FDA) [redacted] [redacted] “[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]” [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] (FDA) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

পরাজিত ফ্যাসিবাদী মাফিয়া শক্তি যেন আর মাথাচাড়া দিতে না পারে

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, পরাজিত ফ্যাসিবাদী মাফিয়া শক্তি যেন আর মাথাচাড়া দিতে না পারে। মাফিয়া তন্ত্রের ফ্যাসিবাদের পদতলে কখনো যেন আমাদের অধিকার ও জীবনকে সমর্পণ করতে না হয়, সেই লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে।

আজ শনিবার দুপুরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে উপজেলার সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি ও সাবেক জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, গাংনীর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানী ইসরাইল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক সামসুল আলম সোনা, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী পৌর জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি জিল্লুর রহমান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী টেকনিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জুলফিকার আলী কানন, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহ উদ্দীন শাওন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, উপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়াও ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য। ২৪ এর জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের চেতনাও ছিল মুক্তির চেতনা। অতএব, ৭১ এবং ২৪ এর অভ্যুত্থান নিয়ে আলাদা ভাবা, কোনটা ছোট কোনটা বড় এভাবে পার্থক্য করার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জনগণের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা। এটা কেউ চাইলেও ছোট করতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধ না হলে আমরা এই স্বাধীন ভূখণ্ড পেতাম না। সেটা মুক্তিযুদ্ধের মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাই বলে ২৪ এর চেতনার কথা আমরা বলতে পারব না? প্রশ্ন করেন তিনি।

তিনি বলেন, ৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ২৪ এর জুলাই অভ্যুত্থান দুটো ঘটনাই ঘটেছে মুক্তির চেতনা নিয়ে। সুতরাং আমাদের ৭১ এবং ২৪ এর জুলাই অভ্যুত্থান দুটো ঘটনাই তুলে ধরতে হবে। মুক্তির চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ কাজগুলো আমাদের ধারণ করতে হবে।

মনির হায়দার বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ২ হাজার মানুষ জীবন দিয়েছে। তাদের হত্যা করা হয়েছে। প্রায় ৩০ হাজার মানুষ অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন, হয়েছেন গুরুতর আহত। এগুলো কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘটে? প্রশ্ন করেন তিনি। এটা রীতিমত একটা যুদ্ধাবস্থা ছিল।

তিনি বলেন, আমরা ২০২৪ সালের যে ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এসেছি, সেটা রীতিমত একটা যুদ্ধাবস্থা ছিল। যেখানে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি পক্ষ পরাজিত হয়েছে। যেই পক্ষকে আমরা বলি মাফিয়া তান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট। সেই মাফিয়া তান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট শক্তি পরাজিত হয়েছে জনগণের কাছে। তারা এই দেশের সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। সেই সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনগণের প্রতিরোধ বিজয়ী হয়েছে। সেই বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা আজকে এই মুক্ত পরিবেশ পেয়েছি। অধিকাংশ জনগণের জন্য যেটা মুক্ত পরিবেশ, পরাজিত শক্তির জন্য সেটা পরাধীন পরিবেশ। তাদের জন্য এটা স্বাধীন পরিবেশ নয়। জুলাই ২৪ এ তরুণ তাজা প্রাণের বিনিময়ে আমরা একটা ভয়ংকর মাফিয়া তন্ত্রের হাত থেকে এদেশকে মুক্ত করেছি।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে আমরা বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাই, যেখানে সোহহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সকলে সহাবস্থান করবেন। যেখানে সকলের ন্যায্য অধিকার থাকবে, কেউ বঞ্চিত হবেন না। এই তত্ত্বে এবং এই কর্মে বিশ্বাসী।

তিনি বলেন, এই বাংলাদেশে গত ১৬ বছরে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার জিম্মি হয়ে পড়েছিল। আমরা যতটুকু অধিকার পেতাম, যতটুকু দয়া করে দেওয়া হতো। আমার

যতটুকু অধিকার, সেটা আমার মতো আরেকজন নির্ধারণ করে দিতো। এই পদ্ধতিতে গোটা দেশের মানুষ জিম্মি দশায় পতিত ছিল। আমরা যেটাকে বলি ফ্যাসিবাদ ও মাফিয়া তান্ত্রিক শাসন। এমন এক শাসকগোষ্ঠী আমাদের বুকের উপর চেপে বসেছিল, যারা শুধু আমাদের অধিকারগুলোই কেড়ে নেয়নি, আমাদের নানা রকম নিপীড়ন-নির্যাতনের নিস্পেষণের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আমরা নিজেদের নিয়মিত নাগরিক ভাবতে ভুলে যাচ্ছিলাম। সেই মাফিয়া চক্র এমন এক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিল, তারা পাঁচ বছর পর পর ভুয়া নির্বাচনী খেলা দেখিয়ে জনগণকে ঘোষণা করতো আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করেছি, আগামী পাঁচ বছর আমরা ক্ষমতায় থাকবো, আমাদের আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। আমরাও প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। চেষ্টা ছিল, আকাঙ্ক্ষাও ছিল, কিন্তু এক পর্যায়ে ভাবতাম মনে হতো বোধহয় এই অবস্থার আর পরিবর্তন হবে না। প্রচণ্ড হতাশাজনক, এক অন্ধকারময় জীবন গোটা দেশ জুড়ে সবার জন্য নেমে এসেছিল।

তিনি বলেন, প্রশাসনে যারা আছেন, তারা পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতা নিয়ে কাজ করছেন তাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু একটি পক্ষ এতদিন খেয়ে পরে মোটা-তাজা হয়ে মাঠে নামবে আর অপর পক্ষটি এতোদিন না খেয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে মাঠে নামবে তাদের মাঝে নিরপেক্ষতা দেখাবেন এই নিরপেক্ষতা এখন প্রযোজ্য হবে না।

তিনি প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যারা ২৪ এর গণহত্যার সাথে জড়িত ছিল, গণহত্যাকে নানাভাবে মদদ দিয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই নিরপেক্ষতা। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে নিরপেক্ষতা দেখানো মানে আত্মঘাতী। এটা এক সময় আপনার জন্যও বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং যেকোনো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের ভবিষ্যৎ, গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্য, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাজের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই গুরুতর অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

তিনি বলেন, পরাজিত শক্তির অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক এখনো পুরোদমে সক্রিয়। অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক মানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আছে। তাদের এখনো বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য, ডিলারশিপ রয়েছে। এগুলো পরাজিত

ফ্যাসিবাদীদের হাতে থাকবে আর আপনি মনে করবেন সমাজে নিরপেক্ষতা থাকবে এটা হবে না। আপনি যদি মনে করেন, পরাজিত ফ্যাসিবাদ আছে, আমরা নিরপেক্ষ আচরণ করবো এটা আপনার জন্য আত্মঘাতী হবে।

তিনি বলেন, জনগণের সহায়তায় প্রশাসন এমন ব্যবস্থা নেবেন যাতে, পরাজিত অপরাধী চক্রের অর্থনৈতিক অপরাধচক্র ভেঙে পড়বে। এরপর সেখানে নিরপেক্ষতার চর্চা হবে। সেখানে স্বাভাবিক আইনের চর্চা হবে। এর আগে প্রশাসন কোনো নিরপেক্ষতা দেখাতে গেলে জনগণ এবং প্রশাসনের জন্য বুমেরাং হবে।

মুজিবনগর প্রসঙ্গে মনির হায়দার বলেন, জায়গাটার পূর্ব নাম বৈদ্যনাথতলা ভবেরপাড়া। বৈদ্যনাথতলা ভবেরপাড়া এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল সেখানে বিপ্লবী সরকার শপথ গ্রহণ করেন। ‘ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স’ সেখান থেকেই প্রকাশিত হয়, যেটা এখন সংবিধানে যুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। ‘ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স’ মুজিবনগর থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ৭২ সালের সংবিধানে এই মূলনীতিগুলো যুক্ত করা হয়নি।

জুলাই অভ্যুত্থানের পর বর্তমান সংস্কার কমিশন, বর্তমান রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগে এই মুক্তিযুদ্ধের তিনটি ঘোষণাকে সংবিধানে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, যে বৈদ্যনাথতলায় এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল, যেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই জায়গাটির নাম মুজিবনগর হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামের স্বাধিকার আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অস্বীকার বা উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু যেখানে শেখ মুজিব কোনোদিন আসেননি, তার সাথে মুজিবনগরের কোনো সম্পর্ক নেই তার নামে মুজিবনগর কেন হবে? প্রশ্ন করেন তিনি। তিনি বলেন, এই জায়গাটির নাম মুক্তিনগর, মুক্তিপুর বা অন্য কোনো নাম দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, প্রশাসন এবং আমাদের সকলের উচিত জুলাই অভ্যুত্থানের নায়কদের চেহারা মনে রাখা। তাহলে নিরপেক্ষতার মানদণ্ডটা বুঝতে সহজ হবে। জীবন হাতে নিয়ে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যারা বুলেটের সামনে

দাঁড়িয়েছে সেই জুলাই যোদ্ধাদের কথা মনে হলে নিরপেক্ষতার মানদণ্ড সম্পর্কে বোঝা যাবে।

মেহেরপুরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মরণে গ্রাফিতি ও চিত্রাঙ্কন

মেহেরপুরে জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে গ্রাফিতি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ প্রাঙ্গনে চিত্রাঙ্কন ও গ্রাফিতি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

দিনব্যাপী এ আয়োজনে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

জেলা শিক্ষা অফিসা মো: হযরত আলী বলেন, ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এই আয়োজন চলছে। এর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের কাছে গত বছরের গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য ও আত্মত্যাগের ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, গত বছরের ১ জুলাই শুরু হয়ে ৫ আগস্ট চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হওয়া এই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। সেই সাহসী আন্দোলনকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে এর চেতনা ছড়িয়ে দিতেই এই চিত্রাঙ্কন ও গ্রাফিতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়াও এসময় মেহেরপুর সরকার মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মুহা. আবদুল্লাহ আল-আমিন (ধুমকেতু), সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর, টিটিসি’র অধ্যক্ষ

ড. শামীম হোসেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রভাষক হাসানুল হক, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ‘খ’ গ্রুপে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে মেহেরপুর সরকারি কলেজ এবং প্রথম স্থান অর্জন করেছে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ।

অন্যদিকে, ‘ক’ গ্রুপে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রথম স্থান অর্জন করেছে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

জেলা পর্যায়ে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ১০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার সাত হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

মেহেরপুর লাইফ কেয়ার হাসপাতালের ওটিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুরে লাইফ কেয়ার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারে রাশিয়া খাতুন
(৪৫) নামে এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। নিহত রাশিয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মীর পাড়ার কাবাদুল ইসলামের স্ত্রী।

শুক্রবার (১৮ জুলাই) সকালে মেহেরপুর শহরে অবস্থিত লাইফ কেয়ার হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে, মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে রোগীর স্বজনরা হাসপাতালে ভিড় করেন এবং বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা হাসপাতাল বন্ধের দাবিতে হাসপাতালের সামনে ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান নেন এবং হাসপাতালে কর্মী সুমন নামের একজনের উপর হামলা চালায়। পরে পুলিশ ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা

ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দুই বছর আগে রাশিয়া খাতুনের এক হাত ভেঙে যায়। সে সময় অপারেশনের মাধ্যমে হাতে রড (ফরেন পার্টিকেল) সেট করা হয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর হাতটি স্বাভাবিক হয়ে উঠলে চিকিৎসকের পরামর্শে রডটি অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্য রাশিয়া খাতুন শুক্রবার সকালে লাইফ কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসক মনজুর উল আলামের কাছে অপারেশনের জন্য যান। অপারেশনের জন্য প্রায় ৪০ হাজার টাকায় চুক্তি হয়।

রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার পর তাকে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হয় এবং অজ্ঞান করা হয় বলে অভিযোগ করেন রোগীর স্বজনরা। এরপর রাশিয়া খাতুনের আর জ্ঞান ফিরে পাননি। অপারেশনের জন্য নির্ধারিত চিকিৎসক অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশের আগেই রোগীর অবস্থা খারাপ দেখে তাকে কুষ্টিয়া রেফার্ড করা হয়েছে বলে একটি বিশ^স্ত সূত্রে জানা গেছে।

রাশিয়া খাতুনের ছেলে রাসেল অভিযোগ করে বলেন, “আমার মাকে প্রথমে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হয়, পরে আবার অজ্ঞান করা হয়। এরপর তার জ্ঞান ফেরেনি। এক পর্যায়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে বলে, কুষ্টিয়ায় নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমার মা তখনই মারা গিয়েছিলেন। আমি নিজ গাড়িতে অক্সিজেনসহ দ্রুত কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। শহরের ওয়াপদা মোড় পেরোনোর আগেই বুঝতে পারি মা আর নেই। পরে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ইসিজি করালে দেখা যায়, ঘণ্টাখানেক আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ মৃত অবস্থায়ই আমাদের মাকে হাসপাতাল থেকে পাঠানো হয়েছিল।

ঘটনার পর থেকে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে লাইফ কেয়ার ডি ল্যাব অ্যান্ড হাসপাতালটি বন্ধ রয়েছে। এদিকে, এ বিষয়ে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) খালিদ সাইফুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “রোগীর মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। যেন কেউ আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়। অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঘটনার সময় মৃতের স্বজনদের সঙ্গে জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমানসহ স্থানীয় কয়েকজন রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত

মেহেরপুরের ছাত্র শিবিরের নতুন সভাপতি সালাম, সেক্রেটারি সাইদুর

ইসলামী ছাত্র শিবির সারাদেশে ষান্মাসিক সেশনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে নতুন কমিটি ঘোষণা করছে।

সেই ধারাবাহিকতায় আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে এক জরুরি সদস্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য বিদায়ী জেলা সভাপতি মু. সাখাওয়াত হোসেন।

২০২৫ সালের চলমান (ষান্মাসিক) সাংগঠনিক সেশনের বাকি সময়ের জন্য মেহেরপুর জেলা শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান আব্দুস সালাম (সাবেক সেক্রেটারি) এবং সেক্রেটারি হিসেবে মনোনীত হন মু. সাইদুর ইসলাম (সাবেক অফিস সম্পাদক)।

কেন্দ্রীয় সভাপতির প্রতিনিধি হিসেবে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও কেন্দ্রীয় ব্যবসায় শিক্ষা সম্পাদক মু. গোলাম জাকারিয়া। তিনি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের আলোকে আব্দুস সালামকে সভাপতি হিসেবে নাম ঘোষণা করেন এবং তাঁকে সাংবিধানিক শপথ পাঠ করান। পরে নবনির্বাচিত সভাপতির পরামর্শক্রমে মো. সাইদুর ইসলামকে সেক্রেটারি হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, সাবেক জেলা সভাপতি সোহেল রানা ডলার, ইকবাল হোসাইনসহ অন্যান্য জেলা নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথির বক্তব্য, দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে

গাংনীর তেরাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারি নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোহাম্মদ মন্টু নামের এক পথচারি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের দুই আরোহী।

আজ শুক্রবার বিকাল ৩ টার দিকে তেরাইল ব্রিজ সংলগ্ন অলিনগর নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোহাম্মদ মন্টু তেরাইল গ্রামের কাতল আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বামুন্দির দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারী মন্টুকে ধাক্কা দিলে তিনি গুরতর জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যু হয়। মোটরসাইকেলের দুই আরোহীও আহত হন। তাদের উদ্ধার করে বামুন্দি বাজারের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে বামন্দি ফায়ার সার্ভিস ও গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে লাশ উদ্ধার করেছে।